দৈনিক সংবাদ

060

তারিখ ... 12 JAN 1986 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

দাবী আদায়ের লক্ষ্যে গতকাল শনিবার বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি রাজধানীতে মিছিল বের করে। —সংবাদ

নয়া বেতন স্কেল বাস্তবায়নের দাবী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি আয়োজিত গতকাল শনিবার বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণের সমাবেশে দেশে একটি অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করার দাবী জানানো হয়েছে।

সমিতির সভাপতি জনাব কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস হেনা দাশ, নারায়ণগঞ্জ শাখার সভানেত্রী মিসেস সাফিকুন্নাহার হাসমত, ঢাকা মহানগরী শাখার সভাপতি চৌধুরী খোরশেদ আলম প্রমুখ বক্তৃতা করেন। শিক্ষকদের দাবীর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বক্তৃতা করেন শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থী ঐক্য পরিষদের নেতা জনাব হারুনর রশীদ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সমিতির অন্যতম নেতা জনাব আবু হামেদ শাহাবুদ্দিন।

সমাবেশে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, শিক্ষার ব্যাপারে গৃহীত সরকারের নীতি ও পদক্ষেপের ফলে সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা আজ ধ্বংসের মুখে। বিশেষ করে বেসরকারী শিক্ষা কাঠামোর অস্তিত্ব আজ দারুণভাবে বিপন্ন এবং বেসরকারী শিক্ষক ও কর্মচারীরা চরম অবহেলা ও উপেক্ষার শিকার। সমাবেশে সরকারের "গণবিরোধী বৈষম্যমূলক" শিক্ষানীতি এবং বর্ধিত বেতন স্কেল সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়।

সমাবেশে বর্ধিত বেতন স্কেল

(শে পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

নয়া বেতন স্কেল

(১ম পাতার পর)

সংক্রান্ত বিশটি গ্রেডে সর্বনিম্ন বেতন ৯৩০০ টাকা নির্ধারণ সাপেক্ষে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পদ অনুযায়ী সর্বস্তরের শিক্ষকদের জন্য বেতন গ্রেড পুনঃনির্ধারণ, নতুন বর্ধিত বেতন স্কেল বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন ও ১৯৮৫ সালের জুন মাস থেকে তা কার্যকর করা, ছাত্র বেতনে সমতা বিধান ও ঘাটতি গ্রাণ্টের মাধ্যমে বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ভাতার শতকরা একশ ভাগ আর্থিক দায়িত্ব সরকার কর্তৃক গ্রহণ, ঘাটোর্ধ শিক্ষকদের সরকারী অনুদান থেকে বঞ্চিত করার নীতি বাতিল, শিক্ষক কর্মচারীদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের স্বার্থে গণতান্ত্রিক চাকরিবিধি প্রণয়ন, পাঠ্যবই, কাগজসহ সব শিক্ষা উপকরণের দাম কমানোর পদক্ষেপ গ্রহণ, জাতীয় এবং গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম ও শিক্ষকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের স্বার্থে অবিলম্বে দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্রমুক্ত করা ও শিক্ষার উপযোগী শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ গ্রহণসহ কতিপয় দাবী জানানো হয়।

সমাবেশে সভাপতির ভাষণে জনাব কামরুজ্জামান অবিলম্বে এসব দাবী মেনে নেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এসব দাবী মেনে নেয়া না হলে ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি নাগাদ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হবে।

সমাবেশশেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শুলিস্তান হয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবে গিয়ে শেষ হয়।